সংবাদ

তারিখ 18 MAY 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

খুবি'র সংঘর্ষ : ১৩শ' ছাত্রের নামে ৪ মামলা

খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে পরিবহন শ্রমিক ও পুলিশের পৃথক সংঘর্ষের ঘটনায় বিভিন্ন থানায় প্রায় ১৩শ' ছাত্রকে আসামি করে চারটি পৃথক মামলা হয়েছে। শুক্রবার রাতে পুলিশ বাদি হয়ে দুটি ও পরিবহন শ্রমিকরা একটি এবং শনিবার বিকেলে বাগেরহাট পিসি কলেজের এক কর্মকর্তা বাদি হয়ে পৃথক এ মামলা দায়ের করেন। খুবির ছাত্রছাত্রীরা হল ত্যাগের পর ক্যাম্পাস এখন শান্ত রয়েছে। গতকাল শনিবার ভোরে খুলনা থেকে সব রুটে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, খুলনা মোটর শ্রমিক

মামলা : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৮

মামলা : ছাত্রের নামে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইউনিয়নের সভাপতি কাজী মো. নূরুল ইসলাম বাদি হয়ে গত শুক্রবার রাতে সোনাডাঙ্গা থানায় একটি মামলা (নম্বর-১৬) করেন। মামলায় খুবির ছাত্র মণি, মোস্তাজ, জাবেদ ও ইনতাজসহ অজ্ঞাত পরিচয় ৪/৫শ' ছাত্রকে আসামি করা হয়েছে। এজাহারে সোনাডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডের হানিফ পরিবহনের কাউন্টার, খুলনা থেকে সাতক্ষীরা, পাইকগাছা, শরাফপুর ও নওয়াপাড়া রুটের লোকাল পরিবহনের কাউন্টার ভাঙচুর, খুলনা ব-৪১৭ মিনিবাস ভাঙচুর, সাতক্ষীরা জ ০৪-০০৪৯ নম্বর গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, শ্রমিকদের মারধর এবং ৬৫ হাজার টাকা লুটপাটের অভিযোগ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে তাদের ক্ষতির পরিমাণ বলা হয়েছে ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা।

সোনাডাঙ্গা থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মাসুদ জানান, একই রাতে নগরীর গল্লামারী পুলিশ বক্সের ইনচার্জ এসআই আবু সাইদ বাদি হয়ে অজ্ঞাত পরিচয় ২/৩শ' ছাত্রকে আসামি করে সোনাডাঙ্গা থানায় অপর একটি মামলা (নম্বর-১৭) করেন। মামলার এজাহারে পুলিশ বক্সে হামলা, ভাঙচুর, সরকারি কাজে বাধা দান, হোটেল-রেস্তরাঁ ভাঙচুর করে ব্যাপক ক্ষতিসাধন এবং ১৩ হাজার টাকা লুটপাটের অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলা দুটির তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন সোনাডাঙ্গা থানার এসআই জাহাঙ্গীর। শুক্রবার রাতে জেলার বটিয়াঘাটা থানার এসআই আবু সালেক বাদি হয়ে অজ্ঞাত পরিচয় ১৫০/২০০ ছাত্রকে আসামি করে একটি মামলা (নম্বর-১) করেন। মামলার এজাহারে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সড়ক অবরোধ, পুলিশের ওপর হামলা ও আহত করা, সরকারি কাজে বাধা দান, এম্বুলেন্সসহ যানবাহন ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন এসআই শাবান আলী।

এছাড়া গতকাল শনিবার বাগেরহাট পিসি কলেজের পরিবহ[illegible] আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম ফকির ওই কলেজের একটি বাস (বা[illegible] ১১-০০০২) ভাঙচুরের [illegible] সোনাডাঙ্গা থানায় আরেকটি মামল[illegible] ১৮) করেন। মামলায় অজ্ঞাত ২/৩শ' ছাত্রকে আসামি করা হয়। এজাহারে বলা হয়, তাদের [illegible] মেরামতের জন্য সোনাডাঙ্গা [illegible] সংলগ্ন একটি গ্যারেজে ছিল। গত[illegible] রাতে খুবির ছাত্ররা সেটি ভাঙচু[illegible] এতে প্রায় ২০ হাজার টাকার ক্ষতি[illegible]

এর আগে গত শুক্রবার ছাত্রদে[illegible] করার অভিযোগে খুবির রেজিস্ট্রার ড. মো. নজরুল ইসলাম বা[illegible] সোনাডাঙ্গা থানায় একটি মামলা [illegible] মামলায় মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক জাকির হোসেন বিপ্লব, [illegible] পরিবহনের সোনাডাঙ্গা কা[illegible] সুপারভাইজার এবং অজ্ঞাত [illegible] পরিবহন শ্রমিকদের আসামি ক[illegible] শ্রমিক নেতা জাকির হোসেন [illegible] রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র ক[illegible] বৃহস্পতিবার রাতে খুবির ছাত্রদে[illegible] পরিবহন শ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়[illegible] শুক্রবার দিনভর ছাত্রদের সঙ্গে [illegible] সংঘর্ষ হয়।

এদিকে শুক্রবার রাত ১০টা থে[illegible] দেড় ঘণ্টা সোনাডাঙ্গা থানায় [illegible] ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিবহ[illegible] ও শ্রমিকদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনু[illegible] বৈঠকে পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহারের [illegible] দেয়া হয়। এরপর গতকাল শনিবা[illegible] থেকে খুলনা থেকে সব রুটে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের খুলনা-স[illegible] মহাসড়কের দোকানপাটও [illegible] খুলেছে।

খুলনা বিভাগীয় বাস-মিনিবাস [illegible] সমিতির সভাপতি মোকাম্মেল [illegible] সাংবাদিকদের বলেন, পুলিশ কর্ম[illegible] সঙ্গে বৈঠকে তারা পরিবহন কাউ[illegible] বাস ভাঙচুরের ক্ষতিপূরণ এবং [illegible] শ্রমিকদের চিকিৎসার খরচ প্রদানে[illegible] করেছেন। আগামী বৃহস্পতিবারের [illegible] তাদের দাবি পূরণ করা না হলে [illegible] অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে যাবেন।